দৈনিক বাংলা

তারিখ ... 3.12.79 ...
পৃষ্ঠা ... ৫ কলাম ... ১ ...

দৈনিক বাংলা

ঢাকা: সোমবার, ১৬ই অগ্রহায়ণ, ১৩৮৬ : ৩রা ডিসেম্বর, ১৯৭৯

খাল খনন শুরু

গত শনিবার ঢাকা থেকে ৫০ মাইল পশ্চিমে মানিকগঞ্জের কাশাদহে স্বেচ্ছাশ্রমে খালকাটা উদ্বোধন করেছেন প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান। প্রেসিডেন্ট নিজের হাতে মাটি কেটেছেন। হাজার হাজার স্থানীয় লোক এই খাল খননে অংশগ্রহণ করেছে। অংশগ্রহণ করেছে মহিলারা। শুভ্র-শ্মশ্রুমণ্ডিত বৃদ্ধদেরও দেখা গেছে খাল খননে অংশগ্রহণ করতে। কাশাদহ খাল খননের ফলে ঢাকা জেলার ১২টি থানা উপকৃত হবে। ফরিদপুর, কুমিল্লা, রংপুর, যশোর, চট্টগ্রাম—এককথায় দেশের প্রায় সব জেলারই বিভিন্ন স্থানে খাল কাটার কর্মসূচী নেয়া হয়েছে। এ সব কর্মসূচী রূপায়িত হলে ফসলের উৎপাদন উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়বে, তা প্রত্যাশিত।

প্রসঙ্গত বিশেষ লক্ষণীয় যে এবারের খাল খনন কর্মসূচীতে স্বেচ্ছাশ্রমের প্রশ্নটি ভিন্নভাবেই দেখা হয়েছে। ইতিপূর্বে দেখা গিয়েছে যে স্বেচ্ছাশ্রম দিতে গিয়ে দিনমজুরেরা বিপদে পড়ে। তারা তাদের প্রতিদিনের আয় থেকে বঞ্চিত হয়। তাই স্বাভাবিকভাবেই স্বেচ্ছাশ্রম সম্পর্কে একটি বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। এবারের পরিকল্পনা অনুযায়ী দরিদ্র ও দিনমজুরদের কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচীর অধীনে সাহায্য দেবার ব্যবস্থা রয়েছে। তবে পরিকল্পনা এমনভাবে প্রণয়ন করতে হবে যেন কোনমতেই এদের সংখ্যা শতকরা দশভাগের বেশি না হয়।

এ স্বেচ্ছাশ্রম কেন্দ্র করে এবার একটি সুচিন্তা ও সুব্যবস্থার প্রকাশ ঘটেছে। আগে দেখা গেছে, অনেক কারিতকর্মা গণ্যমান্য লোকেরা এই স্বেচ্ছাশ্রম এড়িয়ে গেছেন। যে কোন প্রকারেই হোক—কায়িক শ্রমে তারা অংশগ্রহণ করেননি। এবার ঘটনার পরিবর্তন ঘটেছে। খাল কাটার ফলে যারা উপকৃত হবেন অথচ কায়িক শ্রম দেবেন না, এবার তারা কর্মসূচী বাস্তবায়নের জন্য অর্থ সাহায্য করতে সম্মত হয়েছেন। অর্থাৎ বলা যেতে পারে এবার কেউই এই কর্মসূচীর পাশ কাটিয়ে যেতে পারছেন না।

আমরা মনে করি এতে অস্বাভাবিকতার কিছু নেই। অভিজ্ঞতার মাধ্যমে ইতিমধ্যেই অনেক কিছু অর্জন করা সম্ভব হয়েছে। কয়েক বছর আগে স্বেচ্ছাশ্রমে কোন পরিকল্পনা বাস্তবায়ন ছিল প্রায় অসম্ভব ব্যাপার। সে পরিস্থিতির পরিবর্তন হয়েছে। কতিপয় নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে এই পরিকল্পনার সাফল্য সাধারণ মানুষের মনে উৎসাহ সৃষ্টি করেছে। পূর্বের ভুল-ত্রুটি সংশোধিত হবার ফলে এ পরিকল্পনা এখন মানুষের কাছাকাছি পৌঁছে গেছে। ইউনিয়ন এবং থানাভিত্তিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করায় আমলাতন্ত্রের শিকল অনেক শিথিল হয়েছে। ফলে এবারের পরিকল্পনা বাস্তবায়নে নতুন উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হচ্ছে। সে উদ্দীপনার কথাই প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান উল্লেখ করেছেন তাঁর ভাষণে।

প্রেসিডেন্ট জিয়া তাঁর ভাষণে খাল খননের উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্য বর্ণনা করেছেন। বলেছেন উৎপাদন বৃদ্ধি এবং স্বনির্ভরতার কথা। আশা প্রকাশ করেছেন যে উৎপাদন বৃদ্ধি হলে আমাদের খাদ্য ঘাটতি থাকবে না। এমনকি, খাদ্যশস্য রফতানী করে আমরা বিদেশী মুদ্রা অর্জন করতে পারব। আর এই উৎপাদন বৃদ্ধির জন্যই প্রয়োজন নিজস্ব সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার। সে সম্পদ শুধু পানি আর জমি নয়, সে সম্পদ দেশের জনশক্তিও। এবং দেশের জনশক্তির সুষ্ঠু ব্যবহার আমাদের স্বনির্ভর করে তুলবে নিঃসন্দেহে। এই জনশক্তির সুষ্ঠু ব্যবহারের জন্যই স্বেচ্ছাশ্রমে খাল খননের পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে। আমরা এ পরিকল্পনার সাফল্য কামনা করি।